ম্যাস ইফেক্ট ২

মহাবিশ্বে এতদিন ধরে চলে আসা বহু গ্যালাক্টিক যুদ্ধের একটি সেরবারাস স্পেস ফ্লিট ধ্বংস করে চলেছে একের পর এক অ্যালায়েন্স যুদ্ধজাহাজ। অন্য সব জাহাজের মতোই ধ্বংসের উপকূলে অ্যালায়েন্স শাটল নরম্যান্ডি। জাহাজের চালক জোকার শেষ মুহূর্তে আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রাণপ্রিয় নরম্যান্ডিকে রক্ষা করতে। আর নরম্যান্ডির কমান্ডার শেপার্ড অপেক্ষা করছে লাইফপডে করে সবার নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার। সবার যাওয়া শেষ; বাকি আছে শেপার্ড, মোহনিয়া কো-কমান্ডার অ্যালিস আর জোকার, যে কি না কোনোভাবেই নরম্যান্ডিকে হারাতে চায় না।

'নরম্যান্ডিকে আর কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব নয়। আর জোকার প্রতিজ্ঞা করেছে, যদি নরম্যান্ডি না থাকে তাহলে সেও একসাথেই মৃত্যুকে চেখে দেখবে'– ছলছল চোখে অ্যালিসের স্বগতোক্তি। 'শেষ ডেটনেশন হতে আর কয়েক সেকেন্ড বাকি। তুমি লাইফপডে যাও। আমি জোকারকে নিয়ে আসছি'– শেপার্ডের চোখেমুখে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা। 'কিন্তু শেপার্ড...!'– অসহায়ের মতো উতলা হয়ে উঠে অ্যালিস। 'এটা সরাসরি নির্দেশ, অ্যালিস... এখুনি যাও'– অ্যালিসকে বিদায় দিয়ে শেপার্ড কন্ট্রোল রুমে গিয়ে জোকারকে চালকের আসন থেকে টেনে তুলে বের হতে থাকে, ঠিক সে সময়ই বিধ্বস্ত হয় নরম্যান্ডি আর অন্ধকার হয়ে আসে শেপার্ডের পৃথিবী।

ঝাপসা দৃষ্টিতে শেপার্ড একজন নারী ও পুরুষ কণ্ঠের আলোচনাকারীদের দেখার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ পরই ভয়াবহ গোলাগুলি-বিস্ফোরণের শব্দ শেপার্ডকে আর অলস থাকতে দিল না। কাছেই পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোয় গুঁজে রাখা পিস্তল হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। দিকে দিকে আগুন জ্বলছে আর সেই নারীকণ্ঠের অধিকারী তাকে পথনির্দেশনা দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরই শেপার্ড তার রোবটদের সাথে যুদ্ধের মধ্যে প্রথম মানুষের দেখা পায়– জেকব।

এরপর কী হলো না হলো তার খবর আমি এখানে আর ফাঁস করব না। আসলে করার উপায়ও নেই। কারণ, এই থার্ড পারসন ফুল অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি গেমে এরপর কোন ঘটনার মোড় কোনদিকে যাবে, তার সম্পূর্ণটাই গেমারের গেমিং স্ট্র্যাটেজি, অন্যান্য মানুষ...না শুধু মানুষ, না মহাবিশ্বের বহু গ্যালাক্সি থেকে আসা বহু গ্রহের বহু ধরনের এলিয়েনদের সাথে গেমার কী ধরনের আচরণ করে, কীভাবে তাদের বিশ্বাস জয় করে, সবকিছুর ওপরই পরবর্তীতে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ ধরনের গেমিংজনরা গেমিংবিশ্বে সবার আগে নিয়ে এসেছিল ম্যাস ইফেক্ট। এরপর সেই বিখ্যাত গেমের পরবর্তী বিখ্যাত সিক্যুয়াল ম্যাস ইফেক্ট ২ এ গেমিং জগতকে নতুন একটি পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

প্রথমেই বলে নেয়া ভালো, মহাবিশ্বকে সামলানোর গুরুদায়িত্ব শুধু শেপার্ডের একার নয়। রিপার নামের ভয়াবহ এলিয়েনদের কাছ থেকে নিজেদের জাতিকে বাঁচানোর দায় প্রত্যেক বৈশ্বিক জাতিরই। শেপার্ডকে যা করতে হবে, তা হলো প্রত্যেক জাতি থেকে তাদের তীক্ষ্ণ, সুদক্ষ, চৌকশ যোদ্ধাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাদেরকে নিজের দলে টানতে হবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে ও তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আরও চৌকস করে। গেমটিতে গেমার খেলবে শেপার্ডের চরিত্রে আর যুদ্ধের সময় তার সাথে থাকবে তার দল থেকে নেয়া ইচ্ছেমতো আরও দুজন সহযোগী। যাদের জীবন-মৃত্যুও গেমারের কমব্যাট স্টাইল, শেপার্ডের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করছে। আর সেই বিশ্বাস জয় করে নিতে হবে শেপার্ডের নিজেকেই।

শেপার্ডের নিজের বিভিন্ন স্টাইল, অরিজিন ইত্যাদি গেমার গেমের

শুরুতেই সিলেক্ট করে নিতে পারবে। গেমারের নির্দিষ্ট আর্সেনাল এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই হবে। আর প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব বায়োটেক পাওয়ার, যেগুলো ইচ্ছেমতো আপগ্রেড ও ব্যবহার করা যাবে। স্পেসশিপ নিয়ে সারা মহাবিশ্ব ঘুরতে হবে, ফুয়েল জোগাড় করতে হবে, বিভিন্ন ধরনের খনিজ খুঁজে বের করতে হবে, সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্র, বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন রসদ কিনতে হবে, নিজের জাহাজকে আরও উন্নত করতে হবে। মোটকথা গেমারের স্বপ্নে একটি থার্ড পারসন অ্যাকশন শুটিং গেমে যা যা থাকা কিংবা করা সম্ভব, তার চেয়ে অনেকখানিই বেশি আছে ম্যাস ইফেক্ট ২-এ। অতএব গেমারদের উচিত হবে দেরি না করে ম্যাস ইফেক্ট শেষ করে এর সিক্যুয়াল খেলা শুরু করে দিতে। আর হ্যাঁ, আগের গেমটি শেষ করে ম্যাস ইফেক্ট ২ শুরু করলে গেমটি আগের কাহিনীর সূত্র ধরেই এগুতে থাকে। মহাবিশ্বের অবস্থা তেমনই থাকে, যেমনটি গেমার ম্যাস ইফেক্টে রেখে গিয়েছিল। সুতরাং যেকোনো আকস্মিকতার জন্য প্রস্তুত থাকাটাই ভালো।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিস্তা/৭, **সিপিইউ :** ডুয়াল কোর ২.৩ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন প্রসেসর, **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিস্তা/৭, **ভিডিও কার্ড :** ৫১২ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার, ৭ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, সাউন্ড কার্ড, কিবোর্ড, মাউস।

আরমা ৩

স্ট্র্যাটেজিক শুটিং গেমাররা সচরাচর বহুদিন অপেক্ষা করে থাকেন একটি মানসম্পন্ন গেমের রিলিজের জন্য। আরমা ৩ আসলেই মানসম্পন্ন কোনো গেম কি না সেটা গেমাররা নিজেরাই বিচার করবে। তবে এতটুকু বলা যায়, পৃথিবীর অন্য যেকোনো স্ট্র্যাটেজিক শুটিং গেমের মতোই বিশাল বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াও আরমা ৩-এ আছে টানটান উত্তেজনা, অদ্ভুত নাটকীয়তা আর অবশ্যই রক্তক্ষয়, যদিও সত্যিকারের নয়; তবে যাই হোক না কেনো আরমা সিরিজের তৃতীয় এ গেমটি গেমারকে নিয়ে যাবে বাস্তবতার অনেকখানি কাছাকাছি। দুর্দান্ত স্ট্র্যাটেজিক শুটিং গেম আবহের গ্রাফিক্স আর অনেকটাই বাস্তব শব্দকৌশল গেমারকে বাস্তব আর গেমিংয়ের অপূর্ব সমন্বয়কে জীবন্ত

করে তুলবে।

গেমটির প্রেক্ষাপট ২০৩০ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে, ন্যাটো বাহিনী 'অপারেশন ম্যাগনিটিউড' নামে একটি সেনা অভিযান চালায় ইউরোপে 'ইস্টার্ন' সেনাদের বিরুদ্ধে। আর এ অভিযান থেকেই শুরু হয়, যাদের অপর নাম সিস্যাট (ক্যান্টন প্রটোকল স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স ট্রিটি)। থার্ড পারসন ভিউ থেকে শুধু শুটিং নয়, বিভিন্ন যানবাহন কন্ট্রোল, অপারেশনে অন্য কমান্ডোদের নেতৃত্ব প্রদান, ইনফ্যান্ট্রি প্লেসমেন্ট– সবকিছুই করা যাবে আরমা সিরিজের এ গেমটিতে। অন্যান্য ট্যাকটিক্যাল বা স্ট্র্যাটেজিক গেমের সাথে আরমা ৩-এর পার্থক্য এখানেই, যেখানে অন্যান্য গেম ভয়াবহতার প্রচণ্ডতা আর সিনেমাটিক অ্যাপিয়ারেন্সের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়, সেখানে আরমা ৩ গুরুত্ব দিয়েছে লাইভ স্টাইল কমব্যাট আর যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতার ওপর। 'Every Bullet Counts'– এ ধরনের একটা আবহের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে আরমা ৩। সুতরাং বর্তমান গেমগুলোর মতো লাইফ রিজেনারেশন, শিল্ড রিজেনারেশনের আশায় বসে থাকলে হবে না। মৃত্যুর জন্য একটি গুলিই যথেষ্ট। আরমা ৩ পুরোটাই এমন এক প্রণোদনা, যেখানে গেমার প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রকে, যুদ্ধকে অনুভব করবে নিজের প্রতিটি রক্তকণিকায়। সামনে থেকে ছুটে আসা গুলিকে মনে হবে নিজের কানের পাশ দিয়েই শিষ কেটে গেল। এখন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, আরমা ৩ খেলতে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ধৈর্য। সুযোগ বুঝে আঘাত হানতে হবে সবচেয়ে কঠিন রক্ষাব্যূহের সবচেয়ে দুর্গম কিন্তু মোলায়েম জায়গায়।

যারা এ সিরিজের একেবারেই নতুন গেমার, তাদের শুরুর দিকে একটু ঝামেলা হতে পারে গেমিং কন্ট্রোল নিয়ে। কারণ মাউস হুইল আর স্পেসবার দিয়ে গেমের অনেকখানি চালাতে হবে। আর যদি পুরনো গেমার হয়ে থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে পুরোপুরি বাস্তব মডেলের অস্ত্র ও আর্সেনাল আপনাকে করবে মন্ত্রমুগ্ধ। সুতরাং অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ সব গেমারেরই উচিত হবে ন্যাটোর হয়ে লড়াই শুরু করা।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিস্তা/৭, **সিপিইউ :** পেন্টিয়াম ২.৩ গিগাহার্টজ/এএমডি প্রসেসর, **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিস্তা/৭, **ভিডিও কার্ড :** ২৫৬ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার, ৮ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, সাউন্ড কার্ড, কিবোর্ড, মাউস।

কল অব হুয়ারেজ

আমেরিকান ইতিহাস বিশাল, ঘটনাবহুল আর কিংবদন্তিসমৃদ্ধ। এর প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে আছে অদ্ভুত কিছু পৌরাণিক গাথা। গানস্লিঙ্গার, কাউবয়, র‍্যাঞ্চ– আমেরিকান গৃহযুদ্ধের ইতিহাসের পরে আর কোনো বিষয় নিয়েই এতখানি ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়নি। যতদিন যেতে থাকে গৃহযুদ্ধের পরে তত মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে, আর সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে লুটেরা, ডাকাত, ঠগদের দরবার। ঘন জঙ্গলে ভরা আমেরিকার চেয়ে ভালো আড্ডা আর কোথায় হতে পারে! আর সবকিছু মিলিয়ে গেমিংয়ের জন্য এর চেয়ে ভালো সময়কাল, স্টোরিলাইন, গেমিং প্ল্যাটফর্ম, ক্লাসিক ভিউ আর হতেই পারে না। কল অব হুয়ারেজ : গানস্লিঙ্গার সেই মিথ আর লোরের দুনিয়া, যেখানে

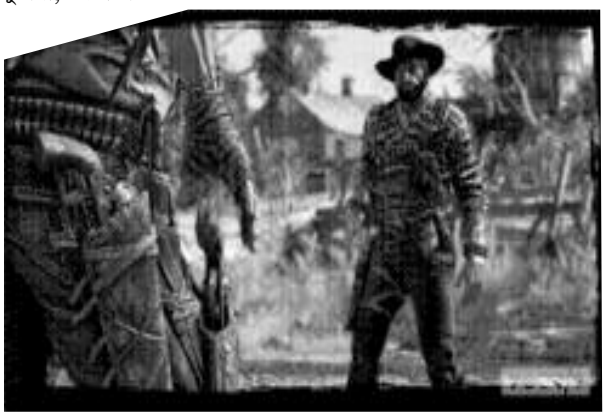

গেমারকে খুঁজে বেড়াতে হবে প্রাচীন সব গুপ্তধন, জিততে হবে ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধ, পার হতে হবে কুটিল সব গোলকধাঁধা।

সম্পূর্ণ ক্লাসিক আর্ট স্টাইলের এ গেমটি যেকোনো গেমার তথা গেমিংবোদ্ধার প্রশংসা কুড়াবে। গেমটি শুরু হয় পুরনো বাউন্টি হান্টার সাইলাস গ্রিভসকে কেন্দ্র করে। সাইলাস তার পুরনো সালুনে ঢুকে শুনতে পায় তার বহুদিনের প্রিয় গান, যা তাকে টেনে নিয়ে যায় তার বিচ্ছিন্ন স্মৃতির পাতায়। কোন স্মৃতি আর কীভাবেইবা সাইলাস সেগুলোতে জড়ালো, সেগুলোর কোনো কিছুই এখানে ফাঁস করব না। তবে এটা বলা যায়, গেমটিতে আছে বহুদিনের গুমরে থাকা সেইসব কাহিনী, যেগুলো শুনে আজও আমেরিকার ছোট ছোট বাচ্চা বড় হয়ে ওঠে, সাহসী হওয়ার প্রেরণা পায়– বুচ ক্যাসাডি বা জেসি জেমসের ইতিহাস।

কিন্তু সাইলাস যখন সেই স্মৃতির থলি হাতড়ে রোমন্থন করা শুরু করে, তখন মাতালরা সব মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে তাকে বের করে দেয়। এরপর থেকেই ঘটতে থাকে অদ্ভুত সব ঘটনা। হঠাৎ করে শত্রুর আবির্ভাব, আবার তাদের তিরোধান– সবকিছুই ঘটে অদ্ভুতভাবে আর অদ্ভুত সময়ে। তাই যেকোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আর ৭ থেকে ৯ ঘণ্টার টানা ক্যাম্পেইন মুডে গেমারের একদমই একঘেয়েমি লাগবে না। কারণ পুরো গেমেই রয়েছে চনমনে ডায়ালগ, ন্যারাশন আর চমকপ্রদ স্টোরিলাইন, যা গেমারকে মুগ্ধ করবে। সবার আগে কল অব হুয়ারেজের আর্টিস্টিক অ্যাকশন গেমপ্লে অসম্ভব আনন্দপূর্ণ ও মজাদার। আর তারচেয়েও মজাদার শত্রুরা। রেড ইন্ডিয়ান থেকে শুরু করে কাউবয়, আউট ল, ফেরারি, অন্যান্য উপজাতি, বহু অদ্ভুত সংস্কৃতি আর অভ্যাসের মানুষ। নানা ধরনের 'অ্যান্টিক' অস্ত্র, ডিনামাইট, স্মোক বম্ব দিয়ে যুদ্ধ হয়ে উঠেছে আরও মজাদার ও তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন। যারা অভিজ্ঞ গেমার, তারা বেশ আয়েশে হেডশট করতে পারবে, আর তার জন্য আছে লোভনীয় এক্সপেরিয়েন্স পয়েন্ট।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার, এত দুর্দান্ত একটি গেমের দুই ধরনের সমাপ্তি, যা গেমারকে বাধ্য করবে দ্বিতীয়বারের মতো গেমটি খেলতে। সুতরাং গেমাররা হাত-পা আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ুন খেলতে কল অব হুয়ারেজ : গানস্লিঙ্গার– দুই দুইবার।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিস্তা/৭, **সিপিইউ :** ডুয়াল কোর ২.৩ গিগাহার্টজ/ এএমডি অ্যাথলন প্রসেসর, **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিস্তা/৭, **ভিডিও কার্ড :** ২৫৬ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার।